সিডনীতে কবি গুনে'র সম্বর্ধনা

আহমেদ ইমতিয়াজ

রবিবার ৭ই আগস্ট দুপুর ১২টায় সিডনী মহানগরের অদুরে প্যারামাট্ট টাউন হলে বাংলাদেশের বরেণ্য ও সমসাময়িক কবি নির্মলেন্দু গুনকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল আনোয়ার আকাশ পরিচালিত 'বাংলা একাডেমী অস্ট্রেলিয়া' নামক একটি সংগঠন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারী ও আগত অতিথি সহ আনুমানিক শ'দেড়েক লোকের সমাগম হয়েছিল উক্ত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে। অতিথি হিসেবে এসেছিল প্যারামাট্টা এলাকার কেন্দ্রীয় সাংসদ মিস. জুলি ওউনস ও প্রবীন সাংসদ মিঃ লরী ফারগুসন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ঠ সুরকার আজাদ রহমান ও তার স্ত্রী শিল্পী সেলীনা আজাদ সহ আরো কয়েকজন। রমজানের দিন রোজা মুখে এত লোকের সমাগম হবে কেউ ভাবতে পারেনি। আর তাছাড়া স্বল্পমুল্যে অথবা বিনামুল্যে খাওয়া দেয়া হবে বলেও অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে কোন 'মুলো' ঝোলানো ছিলনা। তবুও কবি প্রেমী ও সাহিত্যামোদী বেশ কিছু লোক ছুটে এসেছিল ভরদুপুরের ঐ অনুষ্ঠানে। দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতির সংখ্যা বিবেচনা করলে অনুষ্ঠানটি ছিল সেদিক থেকে স্বার্থক আর সেই কৃতিত্ব বাংলা একাডেমী অস্ট্রেলিয়ার। অনুষ্ঠানের আয়োজক আনোয়ার আকাশ ছিলেন প্রধান উপস্থাপক এবং তাকে 'বাই-রোটেশন' সহযোগীতা করেছেন নিলাঞ্জনা সিন্‌হা সহ বেশ কয়েকজন। সুকণ্ঠি নিলাঞ্জনার উপস্থাপনা 'ফনেটিক' জ্ঞানসম্পন্ন বোদ্ধা শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছিল। সিডনীতে এত সুন্দর ও স্পষ্ট উচ্চারনে কোন বাঙ্গালী নারী উপস্থাপন করতে পারেন, আগে তা জানা ছিলনা। প্রশ্ন জাগে সবার মনে 'এরা থাকে কোথায়!!' আগাছা ও জঞ্জালঘেরা সিডনীর অপসংস্কৃতির জঞ্জালে এ ধরনের বিরল প্রতিভাদের সহজে দেখা যায়না। গানের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। 'গলা' নেই অথচ '-লা'র জোরেই অনেক মহিলা শিল্পীকেই সিডনীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায়ই গান গাইতে শোনা যায়। চোখমুদে এসকল মহিলাগুলোর গান শুনলে মনে হবে শক্ত খুঁটিতে বাঁধা সন্তান-সম্ভবা অসহায় কোন ছাগল (ছাগী) যেন প্রসববেদনায় আর্তনাদ করছে। ভাগ্যিস আকাশ আনোয়ার তার অনুষ্ঠানে এরকম কোন সঙ্গিত জানোয়ারকে সেদিন আমন্ত্রন জানায়নি। আকাশের আমন্ত্রনে প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গিত শিল্পী সিরাজুস সালেকীন কবি গুরু ও কবি গুনের উদ্দেশ্যে শ্রুতি গীতি আলেক্ষ্য সহ কয়েকটি গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। জনাব ইসমাইল হোসেন বাদলের ঐকতান শিল্পীগোষ্ঠি বেশ কয়েকটি সমবেত গান গেয়ে অনুষ্ঠানের প্রান চঞ্চলতা ধরে রেখেছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষন কবি গুনকে কবি গুরু সম্পর্কে ৫ মিঃ ১৩ সেঃ বলতে দেয়া হয়। শ্রোতা-দর্শক মুগ্ধ হয়ে কবি গুরুর কথা শুনেছেন কবি গুনের মুখে। তারপর মাইক তুলে দেয়া হয় সঙ্গিত জগতের কালের-সাক্ষী প্রখ্যাত সুরকার আজাদ রহমানের হাতে। তিনি মাইক্রোফোনটি দখলে রেখেছেন ঝাঁকা ৩৭ মিঃ ২১ সেঃ। অনুষ্ঠানের ফাঁকে-ফাঁকে ডঃ রতন কুন্ডু, নির্মল চক্রবর্তী, নির্মল পাল, অজয় দাশগুপ্ত, হ্যাপী রহমান, সাজ্জাদ পরাগ, মাসুদ হোসেন মিথুন, আনোয়ার আকাশ, আকিদ, মহুয়া হক ও বনি আমিন সহ অনেকে কবিতা আবৃত্তি করেছেন। নির্মল চক্রবর্তী, ডঃ কুন্ড, অজয় দাশগুপ্ত ও হ্যাপী রহমানের আবৃত্তি প্রশংসার দাবী রাখে। তবে বনি আমিনের খাঁকড়া গলায় কবি গুনের 'মানুষ' কবিতাটির আবৃত্তি তেমন কোন আবেদন রাখেনি।

অনুষ্ঠানে ছন্দ ও সুরের মাঝে কবির মুখ থেকে তার স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও কবিতা রচনার ইতিহাস শুনবে এমনটি ধারনা নিয়েই সকলে ছুটে এসেছিল সেদিন। কিন্তু সকলের এই ভাবনা ও আকাঙ্খাটি নির্ঘাত প্রতারিত হলো যখন দর্শকের চেয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারীর আধিক্য দেখা গেল বেশী। মনে হলো রবি ঠাকুরের সার্ধশত জন্ম জয়ন্তী অথবা কবি নির্মলেন্দু গুনের গুন বন্দনার চেয়ে অনুষ্ঠানে সবাইকে 'খুশী' করা-ই ছিল আনোয়ার আকাশের মুল উদ্দেশ্য। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে সিডনীতে কেউ বাদ যায়নি আকাশের নিমন্ত্রনের তালিকা থেকে। অনুষ্ঠান চলাকালীনও ধারাবাহিকভাবে সেই তোষামোদী লক্ষ্য করা গেছে যা ছিল সত্যি দৃষ্টিকটু। আকাশ ব্যক্তিগত পর্যায়ে একজন সজ্জন ব্যক্তি এবং প্রতিশ্রুতিশীল সংগঠক। তবে একটি স্কুলের হেডমাষ্টার ও ঘন্টা পেটানো দপ্তরী যখন একই ব্যক্তি হয় তখন তা কারো ভালো লাগেনা। কবি গুনের 'হুলিয়া' নামের সুদীর্ঘ কবিতাটি আকাশ আবৃত্তি করেছেন এবং একাধারে অনুষ্ঠান উপস্থাপনাও করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যদি তিনি গান জানতেন তাহলে হয়ত গানও গাইতেন। কবিতাটি বরং কবি গুনকে দিয়ে পড়ালে শ্রোতারা আনন্দ পেত বেশী। শ্রদ্ধেয়ভাজন প্রবীন সুরকার আজাদ রহমান মৃদুভাষী। তিনি মেপে কথা বলেন যা নিকট-অতিতের কয়েকটি অনুষ্ঠানে দেখা গেছে এবং তা ছিল সত্যি প্রশংসনীয়। কিন্তু সেদিন বাংলা একাডেমী অষ্ট্রেলিয়ার অনুষ্ঠানে তিনি কেন মুখের 'লাগাম' ছেড়ে দিলেন তা অনেকেই বুঝতে পারেনি। তিনি শুধু বলেই চলেছেন। শ্রোতাদের ধৈর্য এবং পাশে বসা অনুষ্ঠানের মুল আকর্ষন কবি গুনের কথা তিনি বেমালুম ভুলেই গেলেন। অনেকে এ বিষয়েও আকাশকে দুষেছেন। বলছেন হয়ত সুরকার আজাদ রহমানকে দীর্ঘ বক্তব্য রাখার জন্যে পেছন থেকে আকাশ উষ্কে দিয়েছিল। আর তা নাহলে এধরনের গুনী লোকরা সাধারনত ভুল করেনা। সেদিন আরো লক্ষ্য করা গেছে যে অনুষ্ঠানটিকে ইলাষ্টিকের মত টেনে অহেতুক দীর্ঘ করা হয়েছিল। শেষদিকে অনেক শ্রোতা-দর্শক ধৈর্য্য হারাতেই বসেছিল। আনোয়ার আকাশকে ভবিষ্যতে এসকল ব্যাপারে আরো সংযমী ও সতর্ক হতে হবে। নাহয় তার সংগঠনের অবস্থা সিডনীর অন্যান্য 'দাগী সংগঠন'গুলোর মতই হবে এবং তার উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। তাকে মনে রাখতে হবে একজন 'পাজি হাজীর মত' অবশেষে 'আলহাজ্ব' যেন 'ধান্দাবাজ' হিসেবে পরিনত না হয়। খাট্টা-মিঠ্ঠা মিলিয়ে কবি গুনকে কেন্দ্র করে বাংলা একাডেমী অষ্ট্রেলিয়ার অনুষ্ঠানটি মোটামুটি ভালোই হয়েছে। আনোয়ার আকাশকে সেজন্যে মৃদু সমালোচনার পাশাপাশি উম্মুক্ত হৃদয়ে সাধুবাদও জানাতে হয়।

আহমেদ ইমতিয়াজ, সিডনী, ০৮/০৮/২০১১

অনুষ্ঠানের ছবি দেখতে এখানে টোকা মারুন